13

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 07 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

মানবসম্পদ ও শিক্ষা

সাজেদা এনায়েতুল্লাহ শাম্মী

'মানব সম্পদ' বিষয়টি সাম্প্রতিককালের ধারণা। গত তিন দশক পূর্বে শ্রম অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নয়ন সাধন করতে গিয়ে মানব সম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব অনুধাবিত হয়। কিন্তু সে সময় তা কেবল শ্রম ব্যবস্থাপনা বা শ্রম প্রশাসনের মধ্যেই সীমিত ছিল। ষাটের দশকে ম্যানপাওয়ার অর্থাৎ জনশক্তি নামে শব্দের ব্যবহার উৎপাদন ক্ষেত্রে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। সত্তর দশকের দিকে ম্যানপাওয়ার শব্দটি হিউম্যান রিসোর্স বা মানবসম্পদ নামে পরিচিতি লাভ করে। কারণ প্রাথমিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য দিন দিন পরিবর্তিত হচ্ছে–আর এ পরিবর্তনের সাথে মানবসম্পদ উন্নয়নে নতুন ধারণা স্থান করে নিয়েছে। এর পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে যে, মানব নামে শ্রমজীবী মানুষ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উৎপাদকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কোন প্রতিষ্ঠান বা কারখানার শ্রমজীবী মানুষ হচ্ছে সে প্রতিষ্ঠানের বড় ধরনের এক বিনিয়োগ। কাজেই মানবসম্পদের উৎকর্ষ, উজ্জীবন তথা উন্নয়ন এবং সাথে সাথে এই সম্পদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালনা অপরিহার্য।

মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) কর্তৃক আয়োজিত ১৪২ নং কনভেনশন এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন নামে ১৫০ নং সুপারিশমালা গৃহীত হয়। এগুলোর মধ্যে বৃত্তিমূলক উপদেশ প্রদানের নীতিমালা ও পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের সুপারিশমালা অন্যতম–যার লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিটি ব্যক্তির কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক ও কর্মপরিবেশের উন্নয়ন সাধন এবং পক্ষপাতহীন পরিবেশ উন্নয়নের জন্য উৎসাহ সৃষ্টি করা। বাংলাদেশের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নের ধারণাটি আরো জোর দিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছে এজন্য যে, আমাদের মানবসম্পদই একমাত্র সম্পদ যার সুষ্ঠু ব্যবহার থেকে জাতীয় আয় প্রবৃদ্ধির একটা সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা মিলতে পারে। অন্য যে সব সম্পদ আমাদের রয়েছে সেগুলোর যথাযথ আহরণের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দেশের জনসংখ্যাই আমাদের জনসম্পদে পরিণত হতে পারে যদি পরিকল্পিত উপায়ে এদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। আমাদের জাতীয় জীবনে বহুমুখী প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যেমন খাদ্য উৎপাদনের জন্য উৎপাদক্ষম কৃষক, চিকিৎসার জন্য ডাক্তার, শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষক, যুদ্ধের জন্য সৈন্য, কলকারখানা পরিচালনার জন্য পরিচালক ও শ্রমিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য প্রকৌশলী ও বৈজ্ঞানিক, বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি। আসলে 'মানবসম্পদ' বলতে আমরা যা বুঝি তা হচ্ছে কর্মক্ষম ব্যক্তির মধ্যে যেসব গুণাবলী রয়েছে, যেমন কর্মক্ষমতা, বুদ্ধি, মেধা, দায়িত্ববোধ, কর্মপ্রেরণা, সদিচ্ছা, সৎসাহস, শৃঙ্খলাবোধ, কর্তব্যনিষ্ঠা, মানসিক স্থিরতা, আগ্রহ, জানার ও শেখার প্রবণতা ও কর্মে তৎপরতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ। মানুষের মধ্যে যে কেবল সৎ গুণাবলীই রয়েছে, তা নয়। অবাধ্যতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, নৈতিক অবক্ষয়, অলসতা, প্রতিবাদমুখরতা, ফাঁকি দেবার প্রবণতা, অদক্ষতা, আত্মসম্মানবোধের অভাব ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াশীল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা উৎপাদন ক্ষেত্রে এক মারাত্মক প্রতিবন্ধক। মানুষের মধ্যে এই দুই ধরনের ভিন্নমুখী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গবেষণা, পর্যালোচনা, নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে উৎপাদন খাতে ব্যবহার উপযোগী করে তোলাই হচ্ছে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার এক গুরু দায়িত্ব। এর জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, উপদেশ, দায়িত্ব বন্টন, দায়িত্ব নিরীক্ষণ, সমস্যা-সমাধানের প্রক্রিয়া অবলম্বন, বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালনা ইত্যাদি বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। এতে করে সৎ গুণাবলী আরো সুন্দর ও উপযোগী হয়ে উঠে এবং অপরপক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী হয়ে উঠে আর তখনই জনসংখ্যা সম্পদে পরিণত হয়। উন্নয়নের একটা প্রধান উৎস হলো মানবিক পুঁজি। আর মানবিক পুঁজি বিনিয়োগ হিসাবে শিক্ষার মূল্য অপরিসীম। সাধারণত একটি দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার পরিমাপ করা হয় সে দেশের সম্পদ বিনিয়োগের পরিমাণ দিয়ে। অর্থাৎ সে দেশে কতখানি নিজের সঞ্চয় থেকে বা বিদেশ থেকে ধার করে ভবিষ্যৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ করছে, আর শিক্ষা হলো একই সাথে ভোগের বস্তু আবার এক ধরনের পুঁজি বিনিয়োগ শিক্ষা থেকে যখন ভবিষ্যতের ফলাফল পাওয়া যায় তখন তা হলো বিনিয়োগ। কাজেই ভোগের সামগ্রী হিসাবে শিক্ষার দু'টি দিক রয়েছে। (১) এটা বর্তমানের ভোগের সহায়তা করে। আবার (২) বিনিয়োগ হিসাবে ভবিষ্যতের ভোগেও সহায়তা করে। শিক্ষার ফলে যখন ভবিষ্যতের উপার্জনের ক্ষমতা বাড়ে তখন নতুন অর্জিত দক্ষতাকে মানবিক পুঁজি হিসাবে অবশ্যই গণ্য করা যাবে। অর্থনৈতিক যুক্তি আনয়নে যেমন অর্থ, ভূমি, উৎপাদিত পণ্য বা প্রাকৃতিক সম্পদকে পুঁজি হিসাবে বিনিয়োগ করে তার দ্বারা মুনাফা অর্জন সম্ভব, তেমনি একজন শিক্ষক, প্রকৌশলী বা যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি যে কোন পেশা অবলম্বন করে তার অর্জিত শিক্ষাকে পুঁজি হিসাবে বিনিয়োগ করে তা দ্বারা মুনাফা অর্জন সম্ভব এবং ব্যক্তি তথা জাতীয় জীবনে উন্নতি বিধান করা সহজ। উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানবীয় শ্রমের এবং ব্যক্তিতে যোগ্যতার যে ভূমিকা তার তুলনায় শিক্ষাগত পুঁজি বিনিয়োগ থেকে যেসব নতুন দক্ষতা সৃষ্টি হয়, তার উৎপাদন মূল্য নির্ণয় করা যদিও সহজ নয় তদুপরি শিক্ষার এমন সব বিশেষ চরিত্র আছে যা তাকে অন্যসব উৎপন্ন দ্রব্য থেকে পৃথক করে। শিক্ষার সাহায্যে আবিষ্কৃত হতে পারে নতুন প্রতিভা, নতুন দ্রব্যসামগ্রী, নতুন যন্ত্রকৌশল এবং নতুন সামাজিক নিয়মনীতি। শিক্ষার এসব ভূমিকাও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে আনার প্রয়াস চলছে।

শিক্ষা শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ Education ল্যাটিন 'Educare' শব্দের ধাতুগত অর্থ=out, ducare= to lead to draw out অর্থাৎ পরিচালিত করা এবং টেনে বের করা। অর্থাৎ মানব মনের অন্তর্লীনস্থিত বৃত্তি ও শক্তি সম্ভাবনাকে পরিচালিত ও বিকশিত করে তোলাই শিক্ষা। কিন্তু এই শিক্ষা কেবল পুঁথিগত বিদ্যায়ই সীমিত থাকতে পারে না। পুঁথিগত বিদ্যালাভ থেকে বঞ্চিত, মৃৎশিল্প, শিল্পকলা, বয়নশিল্প, বাঁশ, বেত, কাঠ এবং রকমারী কুটির শিল্পের অনুশীলনকারীগণও তাদের অসাধারণ কর্মনৈপুণ্যে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত ব্যক্তি। এজন্য আজকাল শিক্ষার একটি আধুনিক সংজ্ঞা হিসাবে 'ASK' কথাটি বেশ প্রচলিত। এর ব্যাখ্যা হল A-Attitudue, s=Skill এবং K = Knowledge. কেউ অধীত বিদ্যার দ্বারা বিপুল জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন, কিন্তু তার সে জ্ঞান যদি নিপুণ জ্ঞান বা প্রয়োগ উপযোগী না হয়, যদি তা স্থবির জ্ঞানে পর্যবসিত হয়, তবে তাকে শিক্ষিত ব্যক্তি বলে গণ্য করা যাবে না। জ্ঞানকে যখন প্রয়োগ নিপুণ করে তোলা যাবে এবং সেই প্রয়োগ নিপুণ জ্ঞান যখন বাস্তব ক্ষেত্রে কাজে লাগাবার যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তির মধ্যে গড়ে উঠবে, তখনই তাকে শিক্ষিত ব্যক্তি বলা যাবে। এই কথাটির Alfred white head অন্যভাবে বলেছেনঃ Education is the acquisition of the art of the utilisation of knowledge. অর্থাৎ শিক্ষা হল লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগের কলা-কৌশল আয়ত্তকরণ। এই অর্থে একজন স্থবির জ্ঞানসম্পন্ন বিদ্যাসাগরকেও শিক্ষিত বলা যাবে না। কিন্তু লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগে সক্ষম একজন নিরক্ষর কৃষক, তাঁতী, কামার, কুমার, চর্মকার, কাঠমিস্ত্রীকে যথার্থ শিক্ষিত ব্যক্তি বলা যাবে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ তার অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুণে এবং কর্মনিপুণতায় নিরক্ষর হয়েও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিকে হার মানিয়ে দিতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে ফলটাই বড় কথা। এই ফল যে উপহার দিতে পারে সেই শিক্ষিত। কাজেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষাই সবক্ষেত্রে শিক্ষা নয়। তাই কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই কোন দেশের ঐতিহ্য চেতনা গড়ে ওঠেনি। আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের হার গুটিকয়েক উন্নতদেশ ছাড়া আর সকল দেশেই নৈরাশ্যজনক। কিন্তু সব দেশেরই একটা ঐতিহ্য আছে, আর তা গড়ে উঠেছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উপর নির্ভরশীল হয়েই। এ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ফলেই কোন জাতির বৃহৎ অংশের বিত্ত বিশেষ পরিমার্জনার দ্বারা ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধে সরস হয়ে উঠে। উজ্জ্বল ধর্ম, নীতিবোধ, সুকুমার মানসবৃত্তি, সৌন্দর্যারুচি, আচার ব্যবহারের নম্রতা, শিষ্টাচার বোধ, আহার বিহার, আমোদ উৎসব, পোশাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি ছোটখাট বিষয় এই শিক্ষার মাধ্যমেই রূপায়িত হয়ে উঠে এবং এই শিক্ষার মাধ্যমেই একটি জাতির রুচি স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্য চেতনা গড়ে উঠে। কাজেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় সমগ্র জাতি শিক্ষিত হতে পারলেও ঐতিহ্য সৃষ্টিকারী অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রসূত ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুশীলনকে আমাদের সশ্রদ্ধ সকৃতজ্ঞচিত্তে এবং সুস্থ প্রসন্ন ও অবিকৃত মন নিয়ে সর্বকালেই গ্রহণ করতে হবে। কারণ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত এই ধর্মীয় মূল্যবোধের লালন ও অনুশীলনের ফলে অর্জিত মানস সম্পদই গড়ে তুলতে পারে জাতির যথার্থ মানব সম্পদ।

আজকের আমাদের এই নৈতিক অবক্ষয়ের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে একটা কথা গভীরভাবে উপলব্ধি করা উচিত যে, জীবজগতে মানুষ নেহায়েত কোন আকস্মিক ও উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি নয়- সে আশরাফুল মাখলুকাত। এ পৃথিবীতে আল্লাহর সম্মানিত প্রতিনিধি। তাই আমাদের শিক্ষানীতির এটিই লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, কর্মক্ষেত্রে যে যে পেশায়ই থাকুক, সে হবে প্রকৃত মানুষ। এমন মানুষ যে পরিবার, সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্ব পালনে হবে সৎ ও নিষ্ঠাবান, এমন মানুষ যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিন্তু ত্যাগী, সে হবে বিবেকবান, আল্লাহর কাছে নিজ নিজ প্রত্যেকটি কাজের জবাবদিহি চেতনায় সদাসতর্ক। নিরন্তর জবাবদিহিতার চেতনায় উদ্দীপ্ত সেই মানব সত্তা এভাবেই সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তুলবে যথার্থ মানবসম্পদ রূপে। আর তাই মানব শিশুকে ইহজাগতিক জ্ঞান প্রদান করার সাথে সাথে পরজগতেও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জ্ঞান দান করতে হবে। এতে করে মনে দু'ধরনের ভীতির সঞ্চার হবে। প্রথমতঃ রাষ্ট্রীয় আইন লংঘন করলে জবাবদিহিতার ভয়, দ্বিতীয়ত, সর্বদর্শী, সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয়। বস্তুত দ্বিতীয় ধরনের ভয়টি মানব চেতনায় বদ্ধমূল থাকলে প্রথমক্ষেত্রে পদস্খলনের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। এটি হচ্ছে সেই অমোঘ ধ্বনি-"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে একদিন ফিরে যেতে হবে এবং প্রত্যেকটি কাজের জবাবদিহি করতে হবে।" মানব সন্তানের মর্যাদা প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে তো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে–নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে মহত্তম মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছি। যথোপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমেই সেই মহত্তম মর্যাদা অর্জন করা সম্ভব। ❑